শতবর্ষে স্মরণে শ্রদ্ধায়

আদর্শ শিক্ষক

সংকলক

উজ্জ্বল বসু

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

এ রিক্ত ডালি

আমার বাবার জন্মশতবর্ষে এই প্রকাশন-স্মরণিকাটির প্রয়োজন অনুভব করি রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির সূত্র ধরে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিচালনায় সর্বশিক্ষা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে শিক্ষক অভিমুখীকরণ কর্মসূচি চলছে। প্রণালী-প্রকরণ-প্রকৌশল নিয়ে সেসব কর্মশালায় নানা কথার বিপ্রতীপ স্রোত। হরেক সক্রিয়তা-ভিত্তিক শিখন-শিক্ষণের হালহকিকৎ, সুলুক সন্ধানের তত্ত্বতালাস চলছে। চমকপ্রদ আয়োজনে বিশেষজ্ঞরা, উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা আপ্লুত হচ্ছেন বা অভিভূত করছেন একে অন্যকে। সবকিছু বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। খালি মনের মধ্যে একটা খোঁচা কিছুতেই সরছে না। এত সব কৃৎকৌশল ঠিক ঠিক পৌঁছবে তো ক্লাস ঘরে? কতটা সঞ্চালন-ঘাটতি বা 'ট্রান্সমিশন লস' হতে পারে? আদৌ এসবের কতটা পড়ুয়াদের কাছে তুলে ধরা সম্ভব বা উচিত? মিশ্র-সামর্থ বা 'মিক্সড-এবিলিটি গ্রুপের' ক্লাসে কীভাবে এতসব কায়দা-কেদরানির প্রতিফলন সম্ভব? এইসব প্রশ্ন, আমরা যারা আয়োজক, তাদের মাথায় ঘোরাফেরা করত। এ-ও মনে হত আমরা যেসব ভালো শিক্ষকের কাছে পড়েছি-শিখেছি তাঁরা তো তাঁদের জ্ঞানের গভীরতায়, ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যানের ব্যপ্তিতে আমাদের আপ্লুত-উদ্বুদ্ধ করে রাখতেন। সহজেই দুরূহ বিষয়ের খোলা ছাড়িয়ে সহজপাচ্য করে তুলতেন সবকিছু। বুঝিয়ে দিতেন মোদ্দা কথা। বেশিরভাগই সহজ হয়ে যেত। একটা-দুটো উপমা-উদাহরণ-তুলনায় গুমোট মেঘলা কেটে গিয়ে বোধের স্বচ্ছতায় আত্মবিশ্বাসের আকাশ আদিগন্ত ঝলমলিয়ে উঠত। মনে হয়, এসব ঘটনা ভুরি ভুরি ঘটতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যাভবন-পাঠভবনে। আর তাইতেই বেরিয়েছিল অমন একটা বড়ো শংসা শিক্ষকদের নিয়ে — শিক্ষকই শিক্ষার বিধান। পদ্ধতি, প্রকরণ কিছু বাড়তি সুবিধা দিতে পারে।

আমাদের বাবা ছিলেন আদ্যোপান্ত আদর্শ শিক্ষক। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওঁর যত কিছু আসর তা বসত লেখাপড়া নিয়ে, গানবাজনা নিয়ে। প্রকরণ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতে দেখিনি। অথচ যা কিছু বলতেন, পড়াতেন, সবেতেই ঝরত মণিমুক্তো। জ্ঞানের বিচ্ছুরণ, সবচেয়ে বড়ো ছিল তাঁর সহজগম্যতা। যে কোনো বিষয়েই হোক, সবেতেই ওঁর ব্যাখ্যা ছিল সহজ-সরল। অথচ গভীরতার ছোঁয়া সবেতেই। দরদ ও সহমর্মিতা, সারল্যের স্পর্শ সবকিছুতেই এক অনির্বচনীয় মাধুর্য দান করত।

নরম্যাল স্কুল (অবিভক্ত বাংলায় প্রথম শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান) স্থাপন সূত্রে এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলেন, আমাদের কিছু ভালো শিক্ষক চাই, যাঁরা

মাতৃভাষায় দক্ষ হবেন, অনির্বাণ জ্ঞানস্পৃহায় তাঁরা উদ্দীপিত। তাঁরা সর্বপ্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকবেন। আমাদের বাবা বিভূতিভূষণের মধ্যে এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমারোহে তাঁর কৃতবিদ্য সন্তানতুল্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যুগপত আমরা, তাঁর সন্তান-সন্ততিরা বিস্ময়াবিষ্ট হতাম। ওঁর মুখেই শোনা আলেকজান্ডারের বিখ্যাত সেই উক্তি — আই অ্যাম ইনডেটেড টু মাই ফাদার ফর লিভিং। বাট আই অ্যাম ইনডেটেড টু মাই টিচার ফর লিভিং ওয়েল।

আজ আমরা যারা তাঁর সন্তান, ছাত্রছাত্রী, বন্ধুজন যে ভালো আছি বা ভালো থাকার চেষ্টা করছি, প্রত্যেকে আমরা তাঁর কাছে কোনো না কোনো ভাবে ঋণী বা তাঁর উপদেশনায় উপকৃত, ঋদ্ধ। এইসব কিছু ভাবনায় এল তাঁর জন্মশতবার্ষিকে। তাঁর ছাত্রছাত্রী বা সহকর্মীদের প্রত্যেকেই এই ছোট্ট প্রকাশনার পরিকল্পনায় সোৎসাহে সায় দিয়েছেন। সন্তান-সন্ততিদের পুলকিত হওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষা প্রশাসনে যুক্ত থাকার সুবাদে আমি যে তাগিদ বোধ করেছি তা এক কথায় শিক্ষক-অনুপ্রেরণার।

বাবার কাছে ইংরেজি সাহিত্যের, বিশেষ করে রেনেশাঁস ও রোম্যান্টিক বিভাইভালের সারমর্মটি বুঝে নেওয়ার সুযোগ হয়েছে। বাংলা কাব্যের আবহে ইংরেজি সাহিত্যের স্বরূপ উন্মোচনের তিনি ছিলেন উদ্‌গাতা। মনে আছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'পিল কাস্‌ল' কবিতার বিখ্যাত সেই 'দ্য লাইট দ্যাট নেভার ওয়াজ অন সি অর ল্যান্ড', ইত্যাদি পংক্তিগুলির মর্মার্থ তিনি বোঝাতেন রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতার অংশ বিশেষের উল্লেখে — "রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে, জগতের নদীগিরি সকলের শেষে।"

মনে পড়ে, উপনিষদের 'আবৃত্ত চক্ষু:'-র কথা তিনি পেড়েছিলেন ওয়ার্ডসোয়ার্থের 'ইনভার্টেড আইজ'-এর সূত্রে। সঙ্গে এনেছিলেন কোলরিজের 'এসেমপ্ল্যাস্টিক ইমাজিনেশন' তত্ত্ব। আবার ওয়ার্ডসোয়ার্থের অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা : 'উই আর লেইড এ্যাস্লিপ ইন বডি এন্ড বিকাম আ লিভিং সোল ..... উই সি ইন্টু দ্য লাইফ অফ থিংস' — ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আই. এ. রিচার্ডসের 'ট্রান্স লাইক স্টেট অব মাইন্ড'-এর কথাও বলতেন। এই ছিল ওরিয়েন্ট ও অক্সিডেন্টের সেতুসাধ্য তাঁর সাহিত্য বীক্ষা।

নৈতিকতা, নান্দনিক সুখানুভূতি ও প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্যকে একই সুরে বেঁধেছিলেন বলেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ ছিলেন তাঁর কবি-প্রেরণা, প্রাণের কবি —

"ওয়ান ইমপালস ফ্রম আ ভার্নাল উড
মে টিচ ইউ মোর অফ্ ম্যান;
অফ্ মরাল ইভ্‌ল এ্যান্ড অফ্ গুড
দ্যান অল দ্য সেইজেস ক্যান।"

কখনো কারুর নিন্দে তাঁর মুখে শুনিনি। জীবনের চলার পথে তাঁর দুটি মন্তব্য অজস্র বিহ্বল স্মৃতির উজান কেটে অন্তস্থলে মণিময় দ্যুতি জ্বালিয়ে রেখেছে। শেক্সপিয়র আজও অম্লান। কারণ একটাই —হি হ্যাড অ্যান অ্যাফারমেটিভ ভিশন অব লাইফ। আর সব কিছুকে —ভালো হোক বা মন্দ হোক — সহানুভূতি দিয়ে বুঝে নিয়েছেন। হৃদয়ের

নৈকট্যে টেনে নিতেন। হি অলওয়েজ্ লুক্ড থ্রু দ্য রাইট এন্ড অব দ্য টেলিস্কোপ। ফলে দূরত্ব, ব্যবধান সরে গিয়ে সব কিছু ভাস্বর, আপন হয়ে উঠত। টেলিস্কোপের রং এন্ড দিয়ে দেখলে সব কিছু দূরে সরে যায়। চারদিক ফাঁকা ঠেকে। আইসোলেসনের কোনো ফিলজফি থাকতে পারে না। সেটা হল ফিলজফি দ্যাট ক্লিপ্স্ অ্যান এঞ্জেলস্ উইংস। আমার বাবার এইসব কথা যেমন শ্লিপ-সাহিত্য উপভোগ করতে কাজে লেগেছে, তেমনি জীবনকে বুকে টেনে নিতেও প্রেরণা জুগিয়েছে। একটা খারাপ চোখে পড়ে গেলেও অজস্র ভালোর অনুভব তাকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করতে শিখিয়েছে। জীবদ্দশায় তাঁর সান্নিধ্য ও চেতনায় তাঁর উপস্থিতি সব সময় দরাজ দরজার হদিশ দিয়েছে। এখানেই পিতা-শিক্ষকের সমীকরণ ঘটেছে। আলেকজান্ডারের কথা একটু বদলে নিয়ে বলতে পারি — 'আই অ্যাম ইনডেটেড টু মাই টিচার-ফাদার ফর লিভিং ওয়েল'। এ যুগে টিচার-ফাদার বা টিচার-মাদার হয়ে ওঠাটাই হবে আমাদের একান্ত সাধনা। ইদানীংকালের অতি বিক্ষিপ্ত নিষ্ঠুর-শিক্ষকের যে কাহিনি মাঝে মাঝে পীড়া দেয় তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ শিক্ষক-সমাজ নিজেরাই খুঁজে নেবেন। এই প্রতীতীর স্নিগ্ধ বেলাভূমিতে আমি দাঁড়াতে পেরেছি আমাদের প্রয়াত শিক্ষক-পিতার লালনায়। পেডাগজিক সাইকোলজিতে বলে টিচিং হল আপব্রিংইং। আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃদেব ছিলেন তার মূর্ত প্রতীক।

ছাপবেন বলে কখনো কিছু লেখেননি। আমরা যারা ওঁর পুত্রকন্যা, ছাত্রছাত্রী, তাদের প্রয়োজনে বলে যেতেন। কখনো সখনো কলেজ-ইউনিভার্সিটির চাপে আমরা কাবু দেখলে লিখেও দিয়েছেন। এলোমেলো, ছড়ানো-ছিটানো সেইসব বলা-লেখা জড়ো করে কিছু এখানে তুলে ধরা গেছে। বহু জিনিসই অপরিণত বয়সে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে হারিয়ে ফেলেছি। কিছু স্মৃতিচারণায় সেই ক্ষতির ক্ষত স্পষ্ট। রিক্ত এ ডালি তাঁর পায়ে নিবেদন করলাম।

উজ্জ্বল বসু*

---

* সংকলক পরিচিতি, সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও বিভূতিভূষণ বসুর চতুর্থ পুত্র।

সূচিপত্র

বিভূতি-সংবেদ	শ্রীসুধীর গুপ্ত	১৫
মাস্টারমশাই	অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ	১৮
৺বিভূতিভূষণ বসু সম্পর্কে	সুশীল জানা	২০
অধ্যাপক বিভূতিভূষণ বসু স্মরণে	অমলেন্দু দে	২১
An Inspiring Teacher as I saw him	Prof. Debal Chakraborty	২৫
In Momorium of Prof. Bibhutibhusan Bose		
A Humble Tribute	Gobindadas Ganguly	২৭
আত্মবিশ্বাসী তিনি	বাল্মীকি বসু	৩১
বিভূতিভূষণ বসু	উদয় বসু	৩২
The Teacher That My Father Was	Uday Basu	৩৪
সনেট ঃ		
ব্রাইট স্টার	জন কিটস	৩৭
দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস	ওয়ার্ডসোয়ার্থ	৩৮
দ্য কোরিক সঙ	টেনিসন	৩৯
ঐকতান		৪১
জন্মদিন	ক্রিশ্চিনা রসেটি	৪৬
সেক্সপিয়র		৪৭
এস আলো ! চির-পূত ! স্বাগত তোমায়	জন মিল্টন	৪৮
Yarrow Unvisited তবুও চলিয়া যাব— য়্যারো দেখিব না		৫১
The Eternal Quest	Prof. Sudhir Gupta Review. by Prof. Bibhutibhusan Bose	৫৪
The Place of Music in University Education	Bibhutibhusan Bose	৫৭
Chaucerian Vision of life : (Criticism or Sympathy)		৬০

Middle English Romance ৬৩
Dante and Shakespeare as the "Saints of Poetry" ৬৬
Shakespeare's Imagery Illustrated in the Sonnets ৬৮
Shakespeare's Sonnets ৭০
The Bower of Bliss ৭২
Wyatt. Sydney, Spenser ৭৩
Wyatt. A Ranouncing of Love ৭৫
Spenser's Sonnet ৭৭
The Christion Element in "Paradise Lost" ৭৯
Donne as a Metaphysical Poet ৮১
To His Coy Mistress ৮৪
The Rape of the Lock as a mock-epic ৮৭
Wordsworth's "Prelude" Books I&II-Nature ৯১
Keats' 'Bright Star' Sonnet : An Appreciation ৯৪
The Keatsian World of Beauty ৯৬
La Belle Dame Sans Meri-Keats ৯৮
The Operation of Destiny
Exhibited in the plot of Macbeth (Irony of Macbeth) ৯৯
Dramatic Irony in Macbeth ১০২
Macbeth's progressive moral
degradation after the first murder ১০৪
Celia and Rosalind ১০৯
"As You Like It" as a pastoral comedy ১১১
Role of Fate in Tragedy ১১৪
Historical Novel ১১৬
Greek Comedy and English Comedy ১১৯
Role of Fate in tragedy ১২২
English Drama upto the era of the 'University Wits' ১২৬
"The Riders to the sea" ১২৯
Linguistic Omnivorousness ১৩১
Humour and Pathos in Lamb ১৩৩
My First Play ১৩৫
Praise of the chimney-Sweepers ১৩৭
Lamb's Early Life as Described in "DREAM CHILDREN" ১৩৯
The South Sea House ১৪১
Burke's Prose Style ১৪৩

বিভূতি-সংবেদ

শ্রীসুধীর গুপ্ত*

ইহা স্মৃতিচারণা নহে। আবার ইহা কোনো ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার বিশ্লেষণ-সম্পর্কিত উপস্থাপনাও নহে। বাস্তবিক, ইহা এই দুয়ের এক মধ্যবর্তী অবস্থা, দুইয়ের সম্মিলন-সঞ্জাত অভিব্যক্তির প্রতিভাস মাত্র।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেখানে নিবিড়, সেখানে কিছু লিখিতে গেলে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। শ্রদ্ধেয় সুহৃদ বিভূতিভূষণ বসুর কথা বলিতে যাইয়া আমার পক্ষেও এবংবিধ অবস্থার উদ্ভব ঘটা অসম্ভব নহে।

আজ হইতে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে শেষ কর্ম-স্থল কলিকাতায় 'মুরলীধর মহিলা মহাবিদ্যালয়ে' অধিক বয়সেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করি। বয়সে কিছু প্রাচীন বিভূতিভূষণ বসু সেই সময়ে উক্ত মহাবিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে শেষ কর্ম-স্থলে কর্মরত ছিলেন। সহকর্মী হিসাবে পরিচয়ের নিবিড়তা ঘনীভূত হইলে, ইহা উপলব্ধ হইল যে, বিভূতিবাবু শুধুমাত্র সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন না, পরন্তু তিনি ছিলেন সাহিত্যের এক রসজ্ঞ ও মনোজ্ঞ পাঠক। ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্য অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করায়, সকল সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রসই কর্ম-জীবনের নীরসতা ও দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রতিকূলতা হইতে তাঁহাকে বিবিক্ত রাখিতে পারিয়াছিল। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে যখন আমার একমাত্র ইংরাজি মৌলিক কাব্য-গ্রন্থ 'The Eternal Quest' প্রকাশিত হইল, কাব্য-রসপিপাসু পাঠকের ন্যায় তাহা পাঠান্তে রসগ্রাহী তুলনামূলক সমালোচনার আয়াস স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। আমারই অজান্তে মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা 'সুপর্ণা'য় (অষ্টাদশ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) তাহা প্রকাশ করিয়া আমাকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার নিকট হইতে এক অপূর্ব উপহার বলিয়াই অনুভূত হইয়াছে।

সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, যে সকল গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন্ গ্রন্থটিকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন? বিভূতিবাবু অবিলম্বে উত্তর দিয়াছিলেন, — সংস্কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবত'। ইহার কারণ হিসাবে তিনি বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র এই গ্রন্থেই মনুষ্য-হৃদয়ের সর্ববিধ ভাব-সঞ্জাত যাবতীয় রসই অভিব্যক্ত হইয়াছে, যাহা অন্য কোনো গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। বৈধ ও রাগানুগ

উভয় প্রকার ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ রস, এবং ইহার সহযোগে ইহ-জীবনে পরমার্থ লাভ সম্ভব।

কর্ম-জীবনে বা কর্ম-জীবন অতিবাহিত করিবার পর সুহৃদ বিভূতিভূষণ বসুর সম্পর্কে স্মৃতি-মেদুর হইয়া যাহা ভাবিয়াছিলাম, আজ বহু বৎসরের ব্যবধানে সুহৃদের জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে তাহাই সন্তর্পণে শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে স্মারণ করিলে এক দিকে যেমন কর্ম-জীবনের সঙ্গ-তৃপ্ত স্মৃতি-বিস্মৃতির দোদুল্যমানতাকে রোধ করা যাইবে, তেমন অন্য দিকে তাঁহার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'মুরলীধর মহিলা মহাবিদ্যালয়' হইতে বিভূতিবাবুর কর্মান্তিক অবসরের সময়ে যে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার অবসরকালীন অনুষ্ঠানে পঠিত ও তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। পুনরায় উক্ত মহাবিদ্যালয় হইতে উভয়ের কর্মান্তিক অবসর গ্রহণের পর বিভূতিভূষণ বসুর প্রয়াণে ব্যথিত-চিত্তে যে সনেট রচনা করিয়ছিলাম, তাহা মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা 'সুপর্ণা'-য় (ঊনচল্লিশতম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হওয়ায়, তাহা শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা না হইয়া, উক্ত মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত সকলের বিনম্র শ্রদ্ধাতেই পরিণত হইয়াছিল।

অভিজ্ঞান

কর্মান্তে র'য়েছে কান্ত — শান্ত অবসর।
সৌম্য বিজ্ঞ বন্ধুবর, প্রতিষ্ঠারে ধীরে
বিসর্জিয় ছায়া-স্নিগ্ধ অপরাহ্ণটিরে
চাহ বুঝি ভাব-যোগে করিতে সুন্দর!
চারি-ধার হ'য়ে আসে বিষণ্ণ — মন্থর।
দিগন্ত নিমগ্ন কোন্ লীলার গভীরে!
বিদগ্ধ সান্নিধ্য তবু যাচি' ফিরে — ফিরে
স্মৃতি-ভারাক্রান্ত হয় সবারই অন্তর।
বিদ্যা-বর্ত্মে — শিক্ষা-সত্রে সঞ্চরণ কত!
আদান-প্রদান এত ব্যর্থ হ'ত পারে!
তূর্ণ কাল-কালিন্দী যে ধাবন্ত নিয়ত,
প্রীতি তবু স্মৃতি-রম্য এ ব্রজ-সংসারে।
সে স্মারক-ই দিনু সবে — বুঝি তা' শাশ্বত,
মিলিত নিভৃত কথা ভণিবে তোমারে!

স্মরণার্ঘ্য

কর্মান্তে র'য়েছে কান্ত — শান্ত অবসর;
তা'রও পরে জীবনান্ত। প্রতিষ্ঠারে ধীরে
বিসর্জিয়া, অজ্ঞেয়ের অমেয় তিমিরে
মর্ত্য-মুগ্ধ বন্ধু-জন-ও হয় অগোচর।
বিভূতি-ভূষণও এবে স্তব্ধ লোকোত্তর।
বিদগ্ধ সান্নিধ্য তবু যাচি পৃথ্বী-তীরে।
মুরলীধরের বেণু কাল-কালিন্দীরে
ক'রে তোলে ধ্বনিময় — স্মরণ-মুখর।

বিদ্যা-বর্ত্মে — শিক্ষা-সত্রে সঞ্চরণ কত!
আদান-প্রদান যত ব্যর্থ কভু হয়!
চির-প্রয়াণের স্মৃতি নিভৃতে সতত
বেদনা-বিধুরই করে জীবিত-হৃদয়।
থাকার যা' সভ্যতায় রাজে অব্যাহত;
মৃত্যু মাঝে থাকি, তাই ভুলি মৃত্যু-ভয়।

শ্রী সুধীর গুপ্ত

---

* কবি, প্রাক্তন অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ।

মাস্টারমশাই

অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ*

১৯৩০-৩৫ সাল। সারা ভারত তখন উদ্বেল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অগ্নিশিখা তখনও নির্বাপিত হয় নি। ঠিক এমনি সময়ে আশুতোষ কলেজে গিয়ে ভর্তি হলাম। দেখলাম ছাত্রদের মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য, অনেকের মনেই দেশ সম্পর্কে, দেশের রাজনীতি সম্পর্কে কৌতূহল। কেউ তা প্রকাশ করছে কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনী বক্তৃতায়, কেউ অল্প বয়সেই খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছে, কেউ সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনায় মন দিয়েছে। সবার মনেই এক ধরনের জাগরণের চিহ্ন।

কলেজের কথা উঠলেই শিক্ষকের কথা ওঠে! আশুতোষ কলেজ তখনও অপেক্ষাকৃত নতুন কলেজ। শিক্ষকেরা সকলেই প্রায় মধ্যবয়স্ক— চোখে-মুখে তাঁদের বুদ্ধির দীপ্তি। নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানে তাঁদের মন সমৃদ্ধ। মাস্টারমশাই ছিলেন তাঁদেরই একজন— নিজ বিষয়ে সুপণ্ডিত, কিন্তু একেবারেই নিরহঙ্কার। টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলিতে তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হত বেশি। কত প্রশ্নবাণে তাঁকে জর্জরিত করতাম। কিন্তু তিনি ধীর, স্থির— প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার দিকে দেখতাম তাঁর বিশেষ ঝোঁক।

আমি তখন মার্কসবাদের দিকে সবে আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছি। কোন এক জার্নালে পড়লাম একটি প্রবন্ধ Shelley's Socialism। মাস্টার মশাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম — Shelley সম্পর্কে। তিনি Shelley-র সাহিত্য চিন্তার বিশিষ্টতার দিকগুলি তুলে ধরলেন। যা আমার মনে সাড়া জাগিয়েছিল। আজও সে কথা মনে আছে।

এবার সেযুগের শিক্ষকদের সম্পর্কে দুচারটি কথা বলব। সে যুগের শিক্ষকেরা ছিলেন আলাদা ধরনের মানুষ। অবশ্য সবাই নন। একদল থাকতেন সংসারের কাজে মত্ত, কেউ থাকতেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক শ্রেণির শিক্ষক ছিলেন— যাঁরা একেবারেই আলাদা জাতের মানুষ। তাঁদের পরিচয় শুধু শিক্ষক নয়— তাঁরা ছিলেন শিক্ষাব্রতী। তাঁরা মনে করতেন মানুষ তৈরি করাই তাঁদের কাজ। সুস্থ জীবনবোধে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে তোলাই ছিল তাঁদের ব্রত।

মাস্টারমশাইকে সহকর্মী হিসাবে পাবারও আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। মুরলীধর গার্লস কলেজে তিনি ইংরাজি সাহিত্যের ক্লাস নিতেন, আর আমি পড়াতাম ইতিহাস। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রামের সময়ে আমাদের মধ্যে চলত নানা ধরনের আলোচনা। মনে পড়ে, একদিন আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল মানবিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা নিয়ে। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি থেকে উদ্ধৃত করে মানবিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা আমার

মনে এঁকে দিলেন। আমি মার্কসবাদী চিন্তায় মূল্যবোধ নিয়ে আমার ধারণাগুলি তাঁর সামনে তুলে ধরলাম। সে এক মনোজ্ঞ আলোচনা। এই সব আলোচনায় তাঁর পরমতসহিষ্ণুতার প্রবণতাটি আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করত।

এই স্বল্পবাক্, মিষ্টভাষী, কর্তব্যপরায়ণ মানুষটিকে কলেজের প্রত্যেক অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন।

অধ্যয়ন ছিল তাঁর তপস্যা। কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পরে রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি ছিল তাঁর বিশ্রামস্থল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাঠমগ্ন অবস্থায় দেখে মুগ্ধ হতাম।

তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক। এই সম্পর্কে কোনোদিন ছেদ পড়েনি। শিক্ষক হিসাবে তাঁকে পেয়েছি, সহকর্মী হিসাবে তাঁকে পেয়েছি, সবার উপর মানুষ হিসাবে তাঁকে দেখেছি। ঈর্ষা, চতুরতা, অহংকার — মানবচরিত্রের এই দোষগুলি তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি। অভাব-অনটন কখনও তাঁর মনোবল ভাঙতে পারে নি। অধ্যয়নকে তপস্যা হিসাবে নিয়ে মনের আনন্দে তিনি কাটিয়ে গেছেন তাঁর দিনগুলি।

তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছে তাঁর ছাত্র-বাৎসল্যের কথা। ছাত্র-বৎসল এই মানুষটিকে ছাত্র হিসাবে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

---

* বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, প্রাক্তন অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, 'মূল্যায়ন' পত্রিকার সম্পাদক।